দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 23 JAN 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গনে

ভর্তিচ্ছুকদের স্কোর সমস্যা

আমাদের দেশে পর্যাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অভাবে অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর উচ্চ শিক্ষার পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়। বিধি অনুযায়ী একজন ছাত্র পর পর দুইবার ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে। সে অনুযায়ী '৯৫ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরাও এবার ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। কিন্তু নজিরবিহীন ফলাফল বিপর্যয়ের রেশ ধরে '৯৫-তে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা এবার সদ্য উত্তীর্ণদের চেয়ে ১০০-১৫০ নম্বর বেশী অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে মেধা স্কোরে তারা ৬-৬.৫% এগিয়ে আছে। বর্তমানে প্রতিযোগিতা যখন পয়েন্টে পয়েন্টে হয়ে থাকে তখন ৬-৬.৫% ব্যবধান হচ্ছে আকাশ-পাতালতুল্য। তাই বর্তমান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট আকুল আবেদন— আপনারা আমাদের নিয়ে আর গিনিপিগের মত খেলা করবেন না। আপনাদের এ রাজনৈতিক ফ্যাশন আমাদের নিকট মরণস্বরূপ। আজ আমরা এ ইঁদুর দৌড়ে জিততে না পারলে আমাদের সাথে সাথে আমাদের পরিবারগুলোও ধসে যাবে। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৯৪ সালে এসএসসি পরীক্ষায় সর্বপ্রথম কম্পিউটারের ভূত আমাদের কাঁধে এসে চাপে এবং এইচএসসি পরীক্ষার মাত্র ৪-৫ মাস পূর্বে জানতে পারলাম, ৫টি বোর্ডের 'অভিন্ন প্রশ্নপত্র' আবিষ্কারের ঘটনা; যা চন্দ্র বিজয়ের চেয়ে কম বিস্ময়কর নয়। বিগত ২ বছরের রাজনৈতিক অস্থিরতা আর পিডিবি'র লুকোচুরির কথা নাই বা উল্লেখ করলাম। অতএব কর্তৃপক্ষ হাজার হাজার মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী তথা দেশ সেবক তৈরীর পথ সুগম করবেন।

—তানভীর, নয়ন, রুমা,
ঢাকা।